সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪৯
WEEKLY BOOKLET:449

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ২০ বছর আগের বয়ান

দীর্ঘ হায়াত

পাওয়ার ব্যবস্থাপত্র

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার ব্যবস্থাপত্র(১)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক যে কেউ এই পুস্তিকা **"দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার ব্যবস্থাপত্র"** পড়ে বা শোনে নিবে তাকে ঈমান ও ক্ষমাময় এবং নেকী পূর্ণ দীর্ঘ হায়াত দান করে তার মা-বাবা এবং পরিবারসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় তোমাদের আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করাটা তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত।

(জামে সগীর, পৃ: ৮৭, হাদিস: ১৪০৬)

دُکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو دُرود پڑھو　　جو حاضری کی تمنا ہے تو دُرود پڑھو

দুখো নে তুম কো জু ঘেরা হে তো দরুদ পড়ো-
জু হাজিরী কি তামান্না হে তো দরুদ পড়ো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ১৯ রবিউল আউয়াল ১৪২৬ হিজরী, ২৮ এপ্রিল ২০০৫ সালে আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচিতে অনুষ্ঠিত হওয়া আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান।

www.dawateislami.net

দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার ব্যবস্থাপত্র

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে একজন সুন্দর নব দুলা সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলো। সেখানে মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন: এই যুবকটি কে? ইরশাদ করলেন: আজকেই তার বিবাহ হয়েছে, যেহেতু সে আমাকে সীমাহীন ভালোবাসে তাই আমার সাথে সাক্ষাত না করে নব বধুর কাছে যাওয়াটা সমীচীন মনে করেনি, তাই সাক্ষাত করতে এসেছে। মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন হে দাউদ! এই দুলার বয়স শুধুমাত্র ছয়দিন বাকী আছে। এটা শুনে হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام পেরেশান হয়ে গেলেন, এই ঘটনার সাত মাস অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু ওই যুবক মারা যায়নি, তখন সময় মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام আসলেন, হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام বললেন হে মালাকুল মউত! ওই যুবক এখনো জীবিত আছে। মালাকুল মউত জবাব দিলেন, যখন আমি ছয়দিন পর তার রুহ কবজ করতে চাইলাম তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: মালাকুল মউত! আমার এই বান্দাকে ছেড়ে দাও কারণ যখন সে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাত করে বাহিরে বের হলো, তখন সে এক নিঃস্ব ফকিরকে দেখতে পেল তখন তাকে তার যাকাত দিয়ে দিল, ওই গরীব লোকটি খুশি হয়ে তাকে দীর্ঘ নেক হায়াত এবং জান্নাতে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতিবেশী হওয়ার দোয়া দিল, আমি দোয়া কবুল করে নিলাম এবং যুবকের ছয় দিনের হায়াতকে ৬০ বছর লিখে দিলাম এবং আরো দশ বছর বাড়িয়ে দিয়ে তার জন্য জান্নাতে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতিবেশীও লিখে দিলাম। সুতরাং তুমি এই সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার রুহ কবজ করো না। (কুররাতুল আইন মায়া রাউদ্বুল ফায়েক, পৃ: ৩৯৮) আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর হোক আর তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! এই রহমতপূর্ণ ঘটনা থেকে আমরা অসংখ্য মাদানী ফুল পায়, যেমন: বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাত করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। পূর্ববর্তী লোকেরা বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন, যেমন ওই নব দুলা হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। সদকা করার মাধ্যমে হায়াত বেড়ে যায়। যাকে দান করা হয় যদি সে খুশিমনে দোয়া করে তবে তার দোয়া কবুল হয়। অন্যের মুখ থেকে বের হওয়া দোয়া আমাদের হকে কবুল হয়, এই ব্যাপারে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতার কিতাব "اَحْسَنُ الْوِعَاء لِاٰدَابِ الدُّعَاء" এর মধ্যে রয়েছে, ওই মুখ দিয়ে দোয়া কর যেটা দিয়ে তুমি গুনাহ করো নাই অর্থাৎ অন্যের মাধ্যমে দোয়া করালে সেটা কবুল হয়। (ফাযায়েলে দোয়া, পৃ: ১১১) এটাও জানা গেলো যে, যে একাকী দোয়া করে তার দোয়া কবুল হয়, যেমনিভাবে "اَحْسَنُ الْوِعَاء لِاٰدَابِ الدُّعَاء" এর মধ্যে রয়েছে, অন্য কেউ যখন একাকী দোয়া করে সেটাও কবুল হয়। (ফাযায়েলে দোয়া: পৃ: ২২০)

আমাদের দেশে অন্যের মাধ্যমে দোয়া করানোর ধরনটা কিছুটা এমন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নাম না নিয়ে দোয়া করা হয় না দোয়া করানো ব্যক্তি সন্তুষ্ট হন না এমনকি অনেক সময় অসন্তুষ্ট হয়ে যান, উদাহরণস্বরূপ একবার এক ইসলামী ভাই নাম ধরে দোয়া না করার কারণে আমার (আমীরে আহলে সুন্নাতের) উপর এতটাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। ঘটনাটা কিছুটা এরূপ যে, তিনি তার অসুস্থ বাচ্চার জন্য দোয়া করানোর উদ্দেশ্যে আমাকে চিরকুট দিলেন কিন্তু আমি ওই বাচ্চার আরোগ্যতার জন্য সকলের সামনে দোয়া করিনি, যখন আমি ওই ইসলামী ভাইকে বুঝানোর জন্য তার ঘরে গেলাম তখন তিনি

www.dawateislami.net

আমাকে বললেন, আমার বাচ্চা খুবই অসুস্থ ছিল আর আমি আপনাকে দোয়া করার জন্য চিরকুট দিলাম কিন্তু আপনি দোয়া করেননি, তখন আমার মন ভেঙ্গে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্পিকারে সকলের সামনে নাম ধরে দোয়া করাটা কি জরুরি? এমনকি হতে পারে না যে, আমি চিরকুট পড়ে আপনার বাচ্চার জন্য একাকী দোয়া করে দিয়েছি, যেমনটি আমার অভ্যাস যে, যখন কেউ আমাকে দোয়া করার জন্য চিরকুট দেয় বা মৌখিকভাবে বলে তখন আমি চুপিসারে দোয়া করে দিই, কারণ মুসলমানের জন্য তার অনুপস্থিতে যে দোয়া করা হয় সেটা তাড়াতাড়ি কবুল হয়। সুতরাং যদি আপনি কখনো কাউকে দোয়ার জন্য চিরকুট দেন বা মৌখিকভাবে বলেন আর তিনি যদি আপনার সামনে দোয়া না করে তবে তার ব্যাপারে এমনটি কখনোই ভাববেন না যে তিনি দোয়া করবেন না।

মনে রাখবেন! যদি আপনি কাউকে দোয়ার জন্য চিরকুট দেন আর তিনি দোয়া করলেন না তবে তিনি গুনাহগার হবেন না কারণ কাউকে চিরকুট দেওয়ার কারণে তার উপর দোয়া করাটা ওয়াজিব হয়ে যায় না, তবে অবশ্য যদি তিনি দোয়া করে দেন তবে এটা তার ইহসান হবে। এটা এভাবে বুঝে নিন! যদি কেউ আমাকে দোয়ার জন্য বলল, তবে আমি তার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে যাওয়ার কারণে দোয়া করলাম না তবে শরয়ীভাবে আমার উপর কোন গুনাহ হবে না অবশ্য যদি আমি দোয়া করে দিই তবে আমার জন্য আখিরাতের উপকার হবে, দোয়াও একটা ইবাদত বরং ইবাদতের মগজ, যেমনিভাবে হাদিসে পাকে এসেছে: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া হলো ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী, ৫/২৪৩, হাদিস: ৩৩৮২)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! যদি কেউ দোয়ার জন্য বলে তবে দোয়া করে দিন। কিছু ইসলামী ভাইদের দোয়ার জন্য বললে জবাব আসে, আমরা এটার যোগ্য কোথায় যে, দোয়া করব আমরা তো গুনাহগার, অথচ একটি রেওয়ায়েত রয়েছে: ওই মুখ দিয়ে দোয়া করো যেটা দিয়ে তুমি গুনাহ করোনি, অর্থাৎ অন্য কেউ তোমার জন্য দোয়া করবে। (মসনবী মৌলভী মানভী, ৩/৩৫) (ফযাইলে দোয়া, পৃ: ১১১) দেখুন! মানুষ তার মুখ দিয়ে مَعَاذَاللّٰه গীবত, চুগলী, মিথ্যা, গালিগালাজ, মনেকষ্ট দেয়া ইত্যাদি অনেক গুনাহ করে বসে কিন্তু অন্যের মুখ তার জন্য পবিত্র হয়ে থাকে কারণ সে অন্যের মুখ দিয়ে গুনাহ করেনি সুতরাং যখন ওই পবিত্র মুখ দ্বারা দোয়া করা হবে তখন সেটা খুব তাড়াতাড়ি কবুল হবে। যে লোকেরা বলে যে, আমরা এর যোগ্য কোথায় যে, অন্যের জন্য দোয়া করব কারণ আমরা গুনাহগার অতএব এই ধরনের লোকদের নিকট আরজ হলো সাক্ষাত করার সময় আমরা একে অপরকে সালাম করি এবং সালামও একটি দোয়া। এমনিভাবে নামাযে সালাম ফিরানোর সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ অর্থাৎ তোমার উপর নিরাপত্তা এবং আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক বলে থাকি, যেটা একটি দোয়া। মুস্তাহাব হলো এটাই যে, নামায আদায়কারী যখন ডান দিকে সালাম ফিরায় তখন ডান দিকের নামাযী ও ফেরেশতাদের আর যখন বাম দিকে সালাম ফিরাবে তখন বাম দিকের নামাযী ও ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করবে। একটু চিন্তা করুন! যেহেতু আমরা নামাযে সালাম ফিরানোর সময় ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করে তাদেরকে নিরাপত্তার দোয়া দিয়ে থাকি অথচ ফেরেশতারা নিস্পাপ, সুতরাং সাধারণ মুসলমানদের জন্য কেন দোয়া করতে পারব না?

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে হায়াত বৃদ্ধি পায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা বয়ানের শুরুতে শুনেছেন যে, হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাক্ষাতের জন্য আগত দুলা যখন ফিরে যাওয়ার সময় এক ফকিরকে নিজের যাকাত দিল এবং তার অন্তর খুশি করল তখন সে তাকে দীর্ঘ নেক হায়াত এবং জান্নাতে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতিবেশী হওয়ার দোয়া দিল। আল্লাহ পাক ফকিরের দোয়া কবুল করলেন আর এমনিভাবে যেই দুলার হায়াত একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছিলো এবং তার খুশির আর মাত্র ছয় দিন বাকি ছিল, তার হায়াত সত্তর বছর বাড়িয়ে দেওয়া হলো, এছাড়া আখিরাতে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতিবেশীত্বও দান করা হলো। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় দান করার মাধ্যমে হায়াত বৃদ্ধি পায় এছাড়া যদি কোন গরীবের অন্তর খুশি করতে পারা যায় আর সে যদি দোয়া করে তবে তার দোয়া কুবল হয়। এটাও জানা গেলো যে, আদব সহকারে কোন বুযুর্গর সাক্ষাতে যায় তবে তিনি খুশি হন, যেমনিভাবে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام ওই দুলার প্রতি খুশি হয়েছিলেন, সেই কারণেই তো তার বাকি ছয়দিনের হায়াতের ব্যাপারে শুনে ব্যথিত হয়েছিলেন। এটাও জানা গেলো যে, ভালোদের প্রতি ভালোবাসা, তাদের সাথে সম্পর্ক এবং তাদের সংস্পর্শ অবশ্যই প্রভাবিত করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ফয়েয ও বরকত দান করে। যেমনিভাবে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী দুলার তাঁর বরকত নসীব হয়েছিল। কুরআনে পাকেও ভালোদের সংস্পর্শ অবলম্বন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, অতঃপর ১১ পারা, সূরা তাওবার ১১৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

(পারা: ১১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ১১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

এটা স্পষ্ট যে, এখানে সত্যবাদী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহলুল্লাহ অর্থাৎ নেককার লোক, যারা আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল। এছাড়া হাদিসে পাকে রয়েছে: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ মানুষ যাকে ভালোবাসে (কিয়ামতের দিন) তার সাথেই থাকবে। (বুখারী, ৪/১৪৭, হাদিস: ৬১৬৯)

ভালোদের ভালো সংগঠন

হে আশিকানে রাসূল! দাওয়াতে ইসলামী ভালো লোকদের একটি ভালো সংগঠন এবং যারা এই ভালো সংগঠনে আসে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه স্বয়ং নিজেও ভালো হয়ে যায় এবং অন্যকেও ভালো বানিয়ে দেয়। আফসোস! যে এই দ্বীনি সংগঠনে আসার পর পুনরায় চলে যায়, অনেক সময় ওই বেচারা ভালোদের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, উদাহরণস্বরুপ নামাযে অলসতা করতে থাকে, সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে উদাসিনতার স্বীকার হয়ে যায়, তার মাথা থেকে পাগড়ী শরীফ সরে যায় এবং مَعَاذَ الله চেহেরা থেকে দাড়িও অদৃশ্য হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং তাঁর আচলের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে। মনে রাখবেন! চায় দাওয়াতে ইসলামীর যেকোনো বিভাগের যিম্মাদারের উপর আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিন্তু এই ভালো সংগঠনকে কোনভাবে ছাড়বেন না। ব্যস নিজের এই মানসিকতা বানিয়ে নিন, দাওয়াতে ইসলামী আমার সংগঠন, দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে এই সুন্দর সংগঠন থেকে ছাড়াতে পারবে না।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী পুরো বিশ্বে সত্যপন্থীদের বড় সংগঠন, আপনি যদি সত্যিকার্থে দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালা হয়ে থাকেন তবে এটির আদর্শ অনুসারে দ্বীনের খেদমত করতে থাকুন, যদি আপনার দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের কোন যিম্মাদারী না থাকে বা আপনি বয়ান করতে জানেন না বা পাগড়ী শরীফ পরিধান করতে পারছেন না বা বাবরী চুল রাখতে পারছেন না তবে কোন অসুবিধা নেই, ব্যস আপনি আপনার ঘরে ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেওয়া শুরু করে দিন اِنْ شَآءَ الله এর বরকত আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। উৎসাহের জন্য এই প্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি:

ঘর দরসের বরকত

আকুলার (মিহার ইস্টার, ভারত) এক ইসলামী ভাইয়ের পরিবার বদ মাযহাবিদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে বদ আমলের পাশাপাশি বদ আকীদার প্রতিও ধাবিত ছিল, তার ঘরের সবাই মিলে T.V দেখতে ব্যস্ত ছিল, তার সতের বছরের ছোট ভাই যিনি দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসা যাওয়াই ছিল, তিনি T.V এর দিকে পিঠ করে উল্টো পথে হেঁটে তার কক্ষে প্রবেশ করল, এবং তার কোন জিনিস আলমারি থেকে বের করে সেই একই পদ্ধতিতে পুনরায় বের হলো। তার এই আশ্চর্যজনক আচরণ দেখে সে রাগান্বিত হয়ে চিৎকার করল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে, বাচ্চাদের মতো আচরণ করছ! সে তাদেরকে কোন উত্তর না দিয়ে আচরণ কক্ষে ঢুকে গেল। তার আম্মাজান তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে আমাকে বলেছে, আমি শপথ করেছি, আগামীতে T.V দেখবো না। সে রাগ করে তার ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল।

www.dawateislami.net

সে ঘরের সবাইকে একত্রিত করে ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুরু করল। সে সেখানে বসতো না, একদিন কাছে এসে বসে গেল, একটু শুনে দেখি দরসে কি বলা হয়, দরস শুনে খুব ভালো লাগল, তাই প্রতিদিন ঘর দরসে অংশগ্রহণ করতে লাগল, ধীরে ধীরে তার অন্তরের অন্ধকারত্ব দূর হতে লাগল, এমনকি দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বিবেক আপন জায়গায় আসলো, বদ মাযহাবীদের সংস্পর্শ বিদায় হলো এবং চেহারায় দাঁড়ি সাজিয়ে নিল, এছাড়া বদ আকীদা বক্তব্য পেশকারী পথভ্রষ্ট করা ক্যাসেট যা কিনা খুব আগ্রহ সহকারে শুনতো, এখন সেই জায়গায় মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনতে লাগল।

بُری صحبتوں سے کنارہ کشی کر　　اور اچھوں کے پاس آ کے پا دینی ماحول
تمہیں لُطف آجائے گا زندگی کا　　قریب آ کے دیکھو ذرا دینی ماحول

বুরি সোহবতোঁ সে কিনারা কশিকর- আউর আচ্ছো কে পাস আ কে পা দ্বীনি মাহল
তুমহে লুতফ আজায়েগা যিন্দেগী কা-কারিব আ কে দেখো জারা দ্বীনি মাহল

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৬৪৬)

হে আশেকানে রাসূল! যদি আপনি দাওয়াতে ইসলামীর অন্যান্য দ্বীনি কাজ করতে না পারেন, তবে কমপক্ষে প্রতিদিন নিজ ঘরে **ফয়যানে সুন্নাতের** অধ্যায় **"পেটের কুফলে মদীনা" ফয়যানে বিসমিল্লাহ, ফয়যানে রমযান, গীবতের ধ্বংসলীলা, নেকীর দাওয়াত** ইত্যাদি থেকে দরস দেওয়া শুরু করে দিন, যদি আপনি পড়তে না জানেন তবে কোন অসুবিধা নেই, আপনার আপন ভাই, বোন বা আম্মু, আব্বু বা ঘরের যেকোন সদস্যের মাধ্যমে দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এটাও অন্তরে গেঁথে নিন যে, দরস দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত

www.dawateislami.net

দেওয়া জরুরি নয় বরং শুধুমাত্র সাত মিনিটই যথেষ্ট। যদি ফজরের নামাযের পর সবাই একসাথে হয়ে যায় তবে সেই সময় অন্যথায় দুপুরে খাবার খাওয়ার পর বা চা পান করার পর ঘরের সকল সদস্যকে একত্রিত করে দরস দিন। যদি সকল সদস্য দরস শোনার জন্য না বসে তবে কোন অসুবিধা নেই, যেকোনো একজন সদস্যকে শুনিয়ে দিন।

দেখুন! যদি আপনি ধৈর্যশীল হন তবে ঘরের কোন না কোন সদস্যের আপনার উপর অবশ্যই দয়া হবে এবং সে আপনার দরস শোনার জন্য বসে যাবে। আর যদি আপনি অট্টহাসি দিয়ে হাসেন বা দরস না শোনা ব্যক্তিদের বকাঝকা করেন তবে হয়ত কেউই আপনার দরস শোনার জন্য বসতে পারে তবে এরুপ পরিস্থিতিতে আপনি গুনাহগারও হতে পারেন।

মনে রাখবেন! আপনার দরস শোনা ঘরের সদস্যদের উপর ফরজ বা ওয়াজিব নয় সুতরাং কারো মনে কষ্ট না দিয়ে একেবারে সহনশীলতার সাথে দরস দিন اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে ঘরের সদস্যদের মন নরম হয়ে যাবে। বিশেষ করে মা স্বয়ং নিজে দরস শুনবেন এবং ঘরের অন্যান্য সদস্যদের একত্রিত করে নিবেন, কারণ তিনি হলেন পুরো ঘরের কর্তা, আর এইভাবে আপনার ঘর দরস ভালোবাবে চালু হয়ে যাবে। "নেক আমল" পুস্তিকায়ও ঘর দরসের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এতদ সত্ত্বেও ইসলামী ভাই এই ব্যাপারে অলসতার স্বীকার হয়ে যায়। যে ইসলামী ভাই ঘর দরসের ব্যাপারে অলসতা করে সাধারণত সে ঘরের পক্ষ থেকে কাফেলায় সফর করার অনুমতি পায় না। যদি আপনি ঘর দরস শুরু করে দেন তবে اِنْ شَآءَ الله ঘরের সদস্যরা আপনার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং আপনার জন্য কাফেলায় সফর করার রাস্তা সহজ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

আত্তারের দোয়া

হে আল্লাহ! যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন ঘর দরস দেয় তাদের সবাইকে এবং আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব দান করো। কিয়ামত পর্যন্ত যারা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ঘর দরস দিতে থাকবে তাদের হকেও আমার এই দোয়া কবুল করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! ঘর দরস শুরু করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আপনি দাওয়াতে ইসলামীর অন্যান্য দ্বীনি কাজ ছেড়ে দিবেন, বরং সেগুলোও চলমান রাখুন কারণ প্রত্যেক দ্বীনি কাজের গুরুত্ব আপন জায়গায়। দেখুন! যদি আপনি কাফেলায় সফর করতে থাকেন তবে এর দ্বারা আপনার মাঝে ঘর দরস দেওয়ার স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। যদি আপনি নেক আমল পুস্তিকার ঘর পূরণ করতে থাকেন তবে আপনার মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি হবে, যদি আপনি এলাকায়ে দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন বা মসজিদ দরস বা চৌক দরস দিতে থাকেন তবে এর বরকতে আপনার এলাকায় নেকীর দাওয়াতের প্রচার-প্রসার হবে, অতএব ঘর দরসের পাশাপাশি দাওয়াতে ইসলামীর অন্যান্য দ্বীনি কাজসমূহ চলমান রাখুন এবং সেগুলো বাড়াতে থাকুন।

পিতামাতাকে সম্মান করুন

ঘর দরস এবং দাওয়াতে ইসলামীর অন্যান্য দ্বীনি কাজ করার পাশাপাশি বাবা-মায়ের প্রতি খুবই সম্মান প্রদর্শন করুন। তাদের হাত ও পায়ে চুম্বন করুন, বিশেষ করে মায়ের পা চুম্বন করুন, একটি রেওয়ায়েতে

www.dawateislami.net

এসেছে: যে তার মায়ের পা চুম্বন করল সে যেন জান্নাতের চৌখাট চুম্বন করলো। (দুররে মুখতার, ৯/৬০৬) اِنْ شَآءَ الله এমনটি করার দ্বারা মা-বাবার অন্তরে আপনার প্রতি ভালোবাসা বাড়বে, তাদের মধ্যে প্রশান্তি সৃষ্টি হবে এবং তাদের এই মানসিকতা তৈরী হবে যে, আমাদের ছেলে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে ভালো জায়গায় যাচ্ছে, কারণ পূর্বে তো সে আমাদেরকে ধমকের স্বরে জবাব দিত এবং সঠিকভাবে কথা বলত না কিন্তু এখন مَاشَآءَالله দৃষ্টি নত করে সালাম করে ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাদের হাত-পা চুম্বন করে। দেখুন! যখন মা-বাবা আপনার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে তখন নিজেরাই বলবে; বাবা! কাফেলায় সফর করো, বাবা! ঘর দরস আরেকটু বাড়িয়ে দাও এবং প্রতিদিন দরস দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা শোনাও ইত্যাদি।

দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা বয়ানের শুরুতে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে উপস্থিত হওয়া এক দুলার ঘটনা শুনেছেন যে, যাকাত দেওয়ার বরকতে তার হায়াত ছয়দিন থেকে বৃদ্ধি করে ষাট বছর করে দেওয়া হয়েছে এবং তাকেও আরো দশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকালও অনেক লোক দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে এবং এই ব্যাপারে অনেক সতর্ক থাকে। এমন মনে হয় যে, মৃত্যুর জন্য কেউই প্রস্তুত নয়, এমনকি ১০০ বছরের বৃদ্ধও আরো বেঁচে থাকার ইচ্ছায় বসে আছে। অনেক বৃদ্ধা মাগফিরাতের দোয়া না করিয়ে অভাব দূর করতে এবং আয়-রোজগারে বরকতের দোয়া করায়। এইভাবে ধনাঢ্য লোকেরাও রোজীর বরকতের জন্য দোয়া করায় অথচ আল্লাহ পাক তাদের অঢেল ধন সম্পদ দান করেছেন কিন্তু

www.dawateislami.net

তাদেরকে এই ধরনের দোয়া করতে দেখা যায় যে, আমার অমুক প্রজেক্ট যেন সম্পূর্ণ হয়ে যায়, আমি অমুক বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করেছি সেটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে যায়, আমার ঘরের কাজ অসমাপ্ত হয়ে রয়েছে সেটা যেন সম্পূর্ণ হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের লোকদের চিন্তা করা উচিত যে, ছোট বড় ঘর হতে থাকবে কিন্তু ঘরের মালিক কবরে চলে যাবে, সুতরাং আমাদের জান্নাতের সন্ধানে থাকা উচিত।

দেখুন! দুনিয়াতে মাথা গুজানোর জায়গা এক পর্যায়ে হয়ে যায় কিন্তু যদি আমাদের কাছে ভাড়ার ঘর থাকে তবে আমাদের ইচ্ছা এবং দোয়া থাকে যে, আমরা যেন প্রকৃত মালিকানা পেয়ে যায়, যদি ছোট ঘর হয় তবে বড় ঘরের আশা থাকে, তো এইভাবে আমরা দুনিয়ার ফ্ল্যাট ও ঘরের জন্য বেকার ঘুরতে থাকি এবং খুব দোয়া করায়। হায়! যদি জান্নাতের উঁচু মহলের প্রতি আমার দৃষ্টি হতো, হায়! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় জান্নাতের কোন অংশ নসীব হয়ে যেত।

باغِ جنّت میں محمد مسکراتے جائیں گے
پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اُٹھاتے جائیں گے

বাগে জান্নাত ম্যা মুহাম্মদ মুসকুরাতে জায়েঙ্গে
ফুল রহমত কে ঝাড়েঙ্গে হাম উঠাতে জায়েঙ্গে

নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ করার বরকত

হে আশেকানে রাসূল! অধিক নেকী করার নিয়তে দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার আশা করাতে কোন অসুবিধা নেই, দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার একটি ব্যবস্থাপত্র হলো নিকট আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ করা। অতঃপর হাদিসে পাকে রয়েছে: নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ, সম্পদ

www.dawateislami.net

বৃদ্ধিকারী, পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা দানকারী এবং সুদীর্ঘ হায়াত বৃদ্ধিকারী। (মু'জামু আউসাত, ৬/১১, হাদিস: ৭৮১০)

এই হাদিসে পাকের মাধ্যমে জানা গেল যে, নিকট আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ করার দ্বারা আয়-রোজগারে বরকত হয়, পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং হায়াত বৃদ্ধি পায়, সুতরাং আপনার সাথে কারো সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তো সম্পর্ক জুড়ে নিন। দূর্ভাগ্যবশত আজকাল খুব দ্রুত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। যদি আপনার মা ও খালার মাঝখানে ঝগড়া থাকে তবে এরদ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, আপনিও আপনার খালার সাথে ঝগড়া করবেন। তার গীবত করবেন, তার মন্দ নাম রাখবেন বরং আপনি আপনার খালার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। আর যদি এই বিষয়ের ভয় থাকে যে, আম্মু জানলে ঘরের পরিবেশ খারাপ হয়ে যাবে তবে আম্মু থেকে গোপন রেখে সম্পর্ক অটুট রাখুন। দেখুন! আপনার মা ও খালা পরস্পর বোন, আল্লাহ পাক যদি চান তবে উভয়ের মধ্যে আপোষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনার এই অধিকার নেই যে, খালাকে ভালোমন্দ বলা শুরু করে দেওয়া। মনে রাখবেন! খালা আপনার রক্তের সম্পর্ক এবং মুহরিমাতের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে যদি আপনার আম্মু এবং নানীর মাঝে অমিল হয়ে যায় তবে আপনি আপনার নানীজানের সাথে কখনোই সম্পর্ক নষ্ট করবেন না। অনুরূপভাবে যদি তালাকের কারণে মা-বাবার মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং মা যদি সন্তানকে বলে তোমাদের বাবার সাথে সাক্ষাত করতে যেও না তখনো সন্তানদের বাবার সাথে সাক্ষাত করতে যেতে হবে। যদিও তালাকের পর স্ত্রী তার স্বামীর বিবাহ থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু সন্তানদের তার বাবার সাথে সম্পর্ক বহাল থাকে, এই কারণে বাবা-মায়ের মাঝে তালাক হয়ে যাওয়ার পর যদি বাবা পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যায় তখনো সন্তান তার পৈত্রিক

www.dawateislami.net

উত্তরাধিকারীর অংশ পায়। বুঝা গেল বাবা-মায়ের মাঝে তালাক হয়ে যাওয়ার পরও বাবার হক সন্তানের উপর বাকি থাকে। এরুপ পরিস্থিতিতে মা সন্তানকে লক্ষবারও যদি বলে যে, তোমার বাবার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করো তারপরেও সন্তানের তার বাবার সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। যদি মায়ের বলার কারণে সন্তান তার বাবার সাথে মিলামেশা বন্ধ করে দেয় এবং তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে তাকে কষ্ট দেয় তবে এমন আচরণ করাটা বেচারা বাবার উপর জুলুম করা হবে এবং সন্তান গুনাহগার হবে। সন্তান তার বাবার সাথে মিলামেশা করার কারণে যদি মা অসন্তুষ্ট হয় এবং তিনি কষ্ট পান তবে এটা সন্তানের পক্ষ থেকে মাকে কষ্ট দেওয়া হবে না বরং মা নিজেকে নিজে কষ্ট দেওয়া হবে। মনে রাখবেন! মা- বাবা শরীয়তের সীমারেখায় থেকে সন্তানকে যেটাই হুকুম দিবেন সন্তান সেটা মান্য করবে এবং অনুসরণ করবে আর যদি শরীয়ত বিরোধী হুকুম দেয় তবে সন্তান সেটা গ্রহণ করবে না।

প্রথমেই সম্পর্ক জুড়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আল্লাহ না করুক আপনি শরীয়তের অনুমতি ছাড়া আপন মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, খালা-খালু, মামা, নানা-নানী, দাদা-দাদী, নাতি নাতনি (ছেলের ছেলে), নাতি-নাতনি (মেয়ের ছেলে) বা অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে রেখেছেন, তবে প্রথমেই তাদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিন। যদি দ্বীনি কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকেন উদাহরণস্বরূপ বাবা-মা কাফির, তো এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করে নিন। মনে রাখবেন! কাফির বাবার সাথেও শরীয়তের সীমারেখায় থেকে উত্তম আচরণ করতে হবে এবং তার হুকুম মানতে হবে, তবে যে সকল বিষয়ে শরীয়ত হুকুম মানতে নিষেধ করেছেন সেগুলো মানা

www.dawateislami.net

যাবে না, যেমন যদি বাবা কাফির হওয়ার পাশাপাশি অন্ধও হয় এবং সন্তানকে বলে যে, আমাকে গির্জায় দিয়ে আসো, তবে এখন তার অনুসরণ করা যাবে না। আর যদি বলে যে, গির্জা থেকে নিজের ঘরে নিয়ে আসো তবে এখন তার অনুসরণ করতে হবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ২০, সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৮, ৬/৪৫০)

যে সকল লোকদের মা-বাবা مَعَاذَ الله কাফির তাদের ওলামায়ে কেরামদের থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত যে, কাফির বাবা-মায়ের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে? এর পাশাপাশি কাফেলাও সফর করতে থাকা উচিত, এর বরকতে ইলমে দ্বীন শিখার স্পৃহা পাওয়া যায় এবং দ্বীনি কিতাব পড়ার এবং ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার মানসিকতা তৈরী হয়। মনে রাখবেন! এমন নয় যে, আপনি সম্পর্ণ ইসলাম শুধুমাত্র তিনদিনের কাফেলায় শিখে যাবেন, তবে কিছু না কিছু ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ তো হয়ে যাবে এবং দ্বীনি কিতাব অধ্যয়নের উৎসাহ বাড়বে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বরকত

হে আশিকানে রাসূল! আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণ করার বিষয়টা কতই না অপরূপ! হাদিসে পাকে রয়েছে: নিশ্চয় সকল নেকীর মধ্যে দ্রুততম সাওয়াব হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এমনকি ঘরের সদস্য যদি ফাসিকও হয় তবে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং এর সংখ্যা তখন বৃদ্ধি পায় যখন পরস্পরের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

(মু'জামু আউসাত, ১/৩০৬, হাদিস: ১০৯২)

উদাহরণস্বরূপ! যদি مَعَاذَالله বাবা-মা অথবা ভাই-বোন বা সন্তান-সন্ততি বে-নামাযী বা সিনেমা-নাটক দেখে বা পর্দা করে না বা গান-বাজনা শুনে বা দাঁড়ি মুন্ডন করে অর্থাৎ ফাসিক, এতদসত্বেও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেখানে দুনিয়াতে আত্মীয়তার বন্ধনের ভালো ফল পাওয়া যায়, যেমন হায়াত বেড়ে যাওয়া, সম্পদের মধ্যে বরকত হওয়া ইত্যাদি সেখানে আখিরাতেও اِنْ شَآءَ الله এর অনেক সাওয়াব পাওয়া যাবে।

আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে অভাব দূর হয়

আত্মীয়তার বন্ধনের বরকতসমূহ হতে একটি বরকত এটাও যে, এর দ্বারা অভাব দূর হয়, যেমনিভাবে হাদিসে পাকে রয়েছে: কোন ঘরের সদস্য এমন নেই যে, পরস্পরের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখে অভাবী হয়ে যাবে। (ইবনে হিব্বান, ১/৩৩৩, হাদিস: ৪৪১)

যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের সদস্যদের মাঝে ভালোবাসা অটুট থাকবে অভাব তাদের কাছেও আসবে না। আজকাল প্রত্যেকের রোজগারহীনতা ও অভাবের অভিযোগ করতে দেখা যায় কিন্তু এটা দেখে না যে, ঘরের সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা নেই। পরস্পরের মাঝে ঝগড়া ও বিবাদ, প্রতিদিন মা-বাবার সাথে ঝগড়া হয়, ভাই-বোনের পরস্পরের মাঝে মিলামিল হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন এমনটা হবে তখন অভাব কিভাবে দূর হবে? হৃদয় বিদারক হলো এটাই যে, যদি ব্যবসা মন্দ হয় তখন সাধারণত মানুষ এটাই মনে করে যে, কেউ জাদু করিয়ে দিয়েছে এরপর জাদুকরদের কাছে যায় তখন জাদুকররা তড়িৎ বলে দেয় যে, জাদুর প্রভাব ও বাধাবিপত্তি রয়েছে। এমনিভাবে যদি ঘরে ঝগড়া হয় বা ছেলে অসুস্থ হয়ে যায় তখন ধারনা করা হয় যে, কোন নিকট আত্মীয় জাদু করেছে এমনকি কিছু বোকাকে তো এমনও বলতে শোনা যায় যে, আমার বাবা আমার উপর জাদু করে দিয়েছে এবং কখনো কখনো বাবা

www.dawateislami.net

বলে যে, ছেলে আমাকে জাদু করেছে। মনে রাখবেন! সব লোক জাদুকর হয় না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সমাজে আল্লাহকে ভয় করে এমন লোকও আছে।

শয়তান ঘরে প্রবেশ করবে না

দেখুন! শুধুমাত্র জাদুই পেরেশানীর কারণ নয়, আমাদের অসতর্কতার কারণেও পেরেশানী ও বিপদাপদ আসে, যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে: যখন তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন ঘরের সদস্যদের সালাম দিবে, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম দেয় তখন শয়তান সেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। (মুস্তাদরাক, ৩/১৬৬, হাদিস: ৩৫৬৭) সুতরাং بِسْمِ اللّٰه পড়ে ঘরের সদস্যদের সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করুন যাতে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে। এমনিভাবে ময়লা জায়গা ও ইস্তিনজাখানাও দুষ্ট জ্বিন অবস্থান করে, তো তাদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে এই দোয়া শিখানো হয়েছে, بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ অর্থাৎ আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমি নাপাকী এবং শয়তান থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চায়। (মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৭/১৪৮, হাদিস: ৫)

সুতরাং শৌচাগারে প্রবেশ করার পূর্বে এই দোয়া পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله খারাপ জ্বিন থেকে নিরাপদ থাকবেন। আজকাল লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কাব্য এবং সম্পূর্ণ প্রবন্ধ মুখস্থ করে নেয়, এছাড়া M.B.A করে থাকে, কেউ M.B.B.S কেউ এডভোকেট হয়ে থাকে তো কেউ অন্য কিছু, কিন্তু আফসোস! অসংখ্য লোকের ওয়াশরুমে যাওয়ার দোয়াও মূখস্ত নেই, যদিও কারো মূখস্ত থাকে তবে সেটা সঠিক পদ্ধতিতে মুখস্থ নেই এবং সঠিক পদ্ধতিতে মুখস্থ করার জন্য কোন আলিম বা ক্বারী সাহেবকে শোনানোর তাওফিক হয় না। যদি আপনি ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় এই দোয়া না পড়েন

www.dawateislami.net

তবে ভিতরে থাকা জ্বিন আপনাকে পেরেশানীতে ফেলতে পারে এবং আপনি জাদুকরদের কাছে যাওয়ার চক্করে পড়বেন। আর কখনো কখনো জাদুকরও জানে না এই জ্বিন তাকে কোথায় খোচিয়েছে? যদি আপনি এই দোয়া পড়ে ওয়াশরুমে যান তবে দুষ্ট জ্বিন থেকে আপনি নিরাপদ থাকবেন এমনকি জ্বিন সতরও দেখতে পাবে না, কারণ দোয়ার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ এর শব্দ রয়েছে, আর হাদিসে পাকে এই প্রসঙ্গে রয়েছে যে, যদি بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে সতর খোলা হয় তবে অবাধ্য জ্বিন সতর দেখতে পাবে না। (তিরমীযি, ২/১১৩, হাদিস: ৬০৬)

নিজের হাতে মুসিবত নিয়ে আসা ব্যক্তির চিকিৎসা নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কেউ দোয়া না পড়ে ওয়াশরুমে যায় এবং চায় যে, অনিষ্ট জ্বিনের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে তবে প্রবাদ রয়েছে, খুদ কারদা রা ইলাজে নেস্ত অর্থাৎ নিজের হাতে মুসিবত নিয়ে আসা ব্যক্তির চিকিৎসা নেই। এটাকে এইভাবে বুঝে নিন যে, যদি কেউ জোরে জোরে নিজের মাথা দেয়ালে আঘাত করে আর এটাও চায় যে, মাথা না ফাটুক তবে এমনটা হতে পারে না বরং দেয়ালে মাথা আঘাত করার কারণে মাথাও ফাটবে এবং সেলাইও করতে হবে। আর যদি দেয়ালে মাথা জোরে আঘাত করা হয় তবে মগজও বের হবে এবং মারাও যাবে।

কোন রোগ চিকিৎসাবিহীন নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আল্লাহ পাক যদি চান তবে তাবিয ও আমলিয়্যাত প্রভাব বিস্তার করে অন্যথায় প্রভাব বিস্তার করে না। অনুরূপভাবে ঔষধের মধ্যেও নিজস্ব কোন প্রভাব নেই, আল্লাহ পাক চাইলে তখন আরোগ্য লাভ করে। আজকাল ডাক্তাররা চিকিৎসা করে করে রোগীর নিঃশ্বাস বের

www.dawateislami.net

করে ফেলে আর অবশেষে বলে যে, এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই অথচ এই প্রসঙ্গে হাদিসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ পাক এমন কোন রোগ দেননি যেটার পাশাপাশি সেটার চিকিৎসা দেননি। (বুখারী, ৪/১৬, হাদিস: ৫৬৭৮)

যেমনিভাবে কিছু ডাক্তারকে এটা বলতে শোনা যায় যে, অমুক রোগের কোন চিকিৎসা নেই, এমনিভাবে কিছু লোককে যখন কোন দ্বীনি কথা বলা হয় তখন বলে, সাহেব! এমন তো কোন হাদিসে নেই। এই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে বলব, সমস্ত হাদিস কি তিনি দেখেছেন? নিঃসন্দেহে নয়, সুতরাং তাদের এই ধরনের বলা উচিত যে, এই ধরনের কোন হাদিস আমাদের দৃষ্টিতে পড়েনি। অনুরূপভাবে ডাক্তারদেরও এটাই বলা উচিত যে, আমাদের কাছে অমুক রোগের চিকিৎসা নেই বা এখনো পর্যন্ত ডাক্তারদের কাছে অমুক রোগের চিকিৎসা পাওয়া যায়নি। এমনটি কখনোই বলবেন না যে, অমুক রোগের চিকিৎসাই নেই।

হে আশিকানে রাসূল! আমাদেরকে আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের আত্মীয়তার বন্ধন অটুট এবং উত্তম আচরণ করা উচিত, এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله আমাদের অনেক উপকার হবে। উৎসাহের জন্য কিছু হাদিসে মুবারকা উপস্থাপন করছি:

আত্মীয়তার বন্ধন

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আত্মীয়তার বন্ধন, উত্তম চরিত্র এবং প্রতিবেশীদের সাথে ভালো আচরণ, শহরকে আবাদ এবং হায়াত বৃদ্ধি করে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/৫০৪, হাদিস: ২৫৩১৪)

www.dawateislami.net

মন্দ মৃত্যু ও বিপদ থেকে মুক্তি

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সুন্দর আচরণের কাজ হলো, মন্দ মৃত্যু, বিপদ আপদ এবং ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং দুনিয়াতে ইহসানকারী আখিরাতেও ইহসানকারী হবে। (জামেউল আহাদীস, ৬/৮৬, হাদিস: ১৩৫৬৪)

সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কল্যাণময় কাজ মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচায়, গোপন দান আল্লাহ পাকের কুদরতী রাগকে নিভায়, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ হায়াতের মধ্যে বরকত হওয়ার মাধ্যম, প্রত্যেক উত্তম আচরণ সদকা, যে দুনিয়াতে ইহসানকারী হবে সে আখিরাতে ইহসান পাবে, যে দুনিয়াতে মন্দ কাজ করে সে দুনিয়াতে মন্দই দেখবে। আর সর্বপ্রথম যে জান্নাতে গমন করবে সে হলো ভালো আচরণকারী।

(মু'জামু আউসাত, ৪/৩১১, হাদিস: ৬০৮৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَالله আত্মীয়তার বন্ধন অটুট, উত্তম চরিত্র এবং প্রতিবেশীদের সাথে সুন্দর আচরণ করার মানসিকতা তৈরী হবে।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার ব্যবস্থাপত্র ২
আল্লাহ পাকের রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে হায়াত বৃদ্ধি পায় ৬
ভালোদের ভালো সংগঠন ৭
ঘর দরসের বরকত ৮
আত্তারের দোয়া ১১
পিতামাতাকে সম্মান করুন ১১
দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ১২
নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ করার বরকত ১৩
প্রথমেই সম্পর্ক জুড়ে নিন ১৫
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বরকত.....১৬
আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে অভাব দূর হয় ১৭
শয়তান ঘরে প্রবেশ করবে না ১৮
নিজের হাতে মুসিবত নিয়ে আসা ব্যক্তির চিকিৎসা নেই.....১৯
কোন রোগ চিকিৎসাবিহীন নয়.....১৯
আত্মীয়তার বন্ধন ২০
মন্দ মৃত্যু ও বিপদ থেকে মুক্তি ২১
সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ২১

www.dawateislami.net

৩টি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা

১. يَاوَارِثُ - যে ব্যক্তি নিয়মিত এই পবিত্র নামটি পাঠ করবে, اِنْ شَآءَاللّٰه তার আয়ু বৃদ্ধি পাবে।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা ২৯৭)

২. يَاقُدُّوْسُ - সফরের সময় (ভ্রমণের সময়) যে ব্যক্তি এই পবিত্র নামটি পাঠ করতে থাকবে, اِنْ شَآءَاللّٰه সে ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৪০ রুহানি ইলাজ মা'তিকি ইলাজ, পৃষ্ঠা ৩)

৩. يَا مُهَيْمِنُ - কোনো দুঃখী বা শোকাতুর ব্যক্তি যদি প্রতিদিন ২৯ বার এই পবিত্র নামটি পাঠ করে, তবে اِنْ شَآءَاللّٰه তার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এছাড়াও সে যাবতীয় বিপদ-আপদ ও মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৪০ রুহানি ইলাজ মা'তিকি ইলাজ, পৃষ্ঠা ৩)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net